মুন্না আতঙ্কে দিশেহারা কাঁথির বাসিন্দারা

মুন্না

কর্ণ

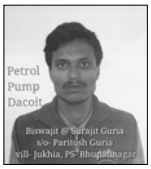

বিশ্বজিৎ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাঁথি ঃ ঘটনার পরে একটা দিন কেটে গেছে। তবু আতঙ্ক পিছু ছাড়ছেনা পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কাঁথি শহরের মানুষদের। উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার বিকালের দিকে আদালত থেকে পলাতক আসামীদের মধ্যে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে যায় একজন। তখন থেকেই সেই আসামী সেক মুন্না ওরফে সেক সিরাজ কিনা তাই নিয়ে কাঁথি শহরের মানুষের প্রশ্নের অন্ত নেই। কাঁথি শহরের অধিবাসীরা জানতে চান কারণ গত ১৯৯৯ সাল থেকে ২০০০ অবধি শহরের সন্ত্রাসের অন্যতম মুখ ছিল এই পলাতক আসামী। বৃহস্পতিবার দুপুরে কাঁথি আদালত ভবনে বোমাবাজী করে, পুলিশ কর্মীদের উপরে গুলি চালিয়ে পালিয়ে আসা তিন আসামী কর্ণ বেরা, সেক মুন্না ওরফে সেক সিরাজ ও সুরজিৎ গুড়িয়া এবং তাদের এক সহযোগীর শহরের প্রাণকেন্দ্র পোস্ট অফিস মোড়ে বোমাবাজী, গুলি চালানোর ঘটনায় এমনিতেই আতঙ্কের মহল তৈরি করেছে শহরে। এর কয়েক ঘন্টা পরে দুই পুলিশ আধিকারীক মহিষাদলের ওসি পার্থ বিশ্বাস, কাঁথি থানার পুলিশ আধিকারিক প্রবীর সাহা ও কনস্টেবল সেক সাত্তারের জীবনবাজী রেখে এক আসামীকে গ্রেফতারের ঘটনায় কিছুটা স্বস্তি এলেও তা বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি। তার কারণ ধৃত আসামী সেক মুন্না নাহয়ে কর্ণ বেরা জানার পরে। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কাঁথির ধনদিঘী এলাকার বাসিন্দা সেক মুন্না। গত ২০০০ সাল থেকে বিচারাধীন বন্দী হিসাবে জেলে রয়েছে এই কুখ্যাত ডাকাত। এর আগেও বার দুয়েক জেল থেকে পালিয়েছিল এই মুন্না। তবে প্রতিবারই পুলিশের তৎপরতায় পালানোরত কয়েকদিনের মাথায় তাঁকে পুনরায় গ্রেফতার করা সম্ভব হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে রয়েছে একাধিক ডাকাতি, বেশ কয়েকটি ধর্ষণ ও খুনের অভিযোগ। মাত্র এক দেড় বছরেই কাঁথি এলাকার ত্রাস হয়ে উঠেছিল মুন্না। খুব অল্প বয়স থেকেই ডাকাত দলের সর্দার ছিল। তাঁর ডাকাতি স্টাইলও ছিল ১৬-১৭ শতকের ডাকাতদের মত। প্রতিটি ডাকাতি আগেই সেই বাড়িতে চিঠি পাঠিয়ে ডাকাতি করতে আসার কথা আগাম জানিয়ে দিত মুন্না। এই কুখ্যাত ডাকাতের অপরাধের প্রক্রিয়া ছিল অত্যন্ত বেপরোয়া আর নৃশংস। তার দেওয়া ডাকাতি করতে আসা চিঠির বিষয়ে পুলিশে খবর দিলে সেই অপরাধে বাড়ির মালিক কিংবা পরিবারের কোন সদস্যসদস্যাকে প্রাণ দিতে হবে বলেও হুশিয়ারি দিত। ফলে শাস্তিপ্রিয় এই শহরের বাসিন্দারা বহু ক্ষেত্রেই মুন্নার কাছে আত্মসমর্পণ। কারণ তার দেওয়া হুমকি যে মিথ্যা নয় সেটা প্রমাণ করতে এক সময় কাঁথির এক বাসিন্দা ডাকাতির বিষয়ে পুলিশকে জানিয়ে দিলে তাঁকে গুলি করে খুন করে মুন্না। একবার আদালত আসার পথে রেল ক্রসিংয়ে গাড়ি থামলে টয়লেটে যাওয়ার বাহানায় নীচে আসে। এরপর আচমকাই পকেট থেকে লঙ্কা গুড়ো চোখে ছিটিয়ে পালায় সে। আর একবার জেলের গেট থেকে বেরোনোর সময়ই পালিয়ে যায়। মুন্নার বিরুদ্ধে কাঁথি সহ একাধিক এলাকায় মামলা রয়েছে। তাই কখনও সপ্তাহে একদিন আবার কখনও ১৫ দিন অন্তর তাঁকে কাঁথি আদালতে আনা হয়। এর আগেও বহুবার কাঁথি আদালতে এসেছে সে। বৃহস্পতিবার পলাতক ৪ দুষ্কৃতীকেই মেদিনীপুর জেল থেকে আনা হয়েছিল বলে আদালত সূত্রে জানা গেছে। ফলে মুন্নাকে নিয়ে মানুষের চিন্তার অন্ত নেই। তাই বৃহস্পতিবার রাতে পুলিশ মাইকিং করে এলাকার মানুষদের সচেতন করার কাজ শুরু হতেই রাস্তায় কমতে থাকে জনসংখ্যা। প্রসঙ্গত মুন্নার আতঙ্কে প্রায় দুই দশক আগে একই ভাবে সন্ধ্যা নামলেই দোকান বাজার বন্ধ করে মানুষ নিজেদের বাড়ি ফিরে যেতেন। এত দিন পরে ফের সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটলো। পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পুলিশের থেকে জানানো হয়েছে পলাতকদের ধরতে লাগাতার বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালানো হচ্ছে। সড়ক পথের পাশাপাশি পেটুয়াঘাট, রসলপুর সহ সমস্ত ফেরিঘাটগুলোতে কড়া নজরদারি চালানো হচ্ছে। পাশাপাশি পুলিশের থেকে সাধারণ মানুষের কাছে আবেদন জানানো হয়েছে দুষ্কৃতীদের দেখলে কিংবা তারা কোথায় আছে তেমন কোন আভাস পেলেই ৯০৮৩২৬৯৯১৯ নম্বরে ফোন করতে কিংবা হোয়াটস্ অ্যাপ করে জানানোর জন্যে। প্রসঙ্গত বৃহস্পতিবার সেক মুন্নার সাথে ভূ পতিনগর থানার জুখিয়া এলাকার বাসিন্দা আরও এক কুখ্যাত ডাকাত সুরজিৎ গুড়িয়াও পলাতক। তবে সুরজিৎ ওরফে বিশ্বজিৎ কিংবা কর্ণ নয়, কাঁথি শহর ও শহর সংলগ্ন এলাকার মানুষ চায় মুন্নার খবর জানতে। তাঁরা চান পুলিশের হাতে এই কুখ্যাত ডাকাত ধরা পড়ার খবরটা দ্রুত পেতে।

ছিঁচকে চোর থেকে দাগী অপরাধী কর্ণ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাঁথি ঃ মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে অপরাধ জগতের দাগী নাম হয়ে উঠেছে কর্ণ বেরা। অথচ মাত্র বছর তিন চার আগেও এলাকায় ছিঁচকে চোর বলে পরিচিত কর্ণ। আর এখন ছিপছিপে চেহারার এই যুবক সাধারণ মানুষ থেকে পুলিশ সকলের মাথাব্যাথার অন্যতম কারণ। অনেকেই মনে করেন পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কাঁথি ১ ব্লকের মাজিলাপুরের বাসিন্দা কর্ণ বেরার এইভাবে কুখ্যাত দুষ্কৃতী হয়ে ওঠার পেছনে হাত রয়েছে কাঁথি পৌরসভা এলাকার জালালখাবাড়ের বাসিন্দা সেখ সিরাজ ওরফে মুন্নার। জুনপুট কোস্টাল থানা এলাকার ছিঁচকে চোর কর্ণ বেরা ২০১১ সালে পেট্রোল পাম্প ডাকাতির ঘটনায় প্রথমবার ধরা পড়ে। তারপর থেকে বারবার খবরের শিরোনামে উঠে এসেছে এই আসামী। কাঁথি মহকুমা আদালতে বোমাবাজী ও গুলি চালিয়ে পলাতক কর্ণ পুলিশের হাত থেকে এই প্রথম পালায়নি। এর আগে সে তিন বার একই কাজ করে এবং পরে ধরাও পড়ে। ২০১৭-র ১ মে কাঁথি উপসংশোধনাগার থেকে পালিয়েছিল বন্দি কর্ণ। পূর্ব

মেদিনীপুরের মহিষাদলে রাতে টহলদারি পুলিশ কনস্টেবল নবকুমার হাইত খুন এবং একাধিক ব্যাঙ্ক ডাকাতি, পেট্রোল পাম্পে লুঠের ঘটনায় অভিযুক্ত ছিল কর্ণ। কর্ণ তার আগেও দুবার সংশোধনাগার ও আদালত থেকে পালিয়ে গিয়েছিল। জেলের জানালার রড কেটে সে বার পালিয়েছিল সে। ২০১৬-র ১২ জানুয়ারি কাপাসএড়ায় ৪১ নং জাতীয় সড়কে টহল দেওয়ার সময় দুষ্কৃতীদের গুলিতে প্রাণ হারান মহিষাদল থানার কনস্টেবল নবকুমার হাইত। সেই ঘটনায় অভিযুক্ত ছিল কর্ণ। সাক্ষীরা জানিয়েছিলেন কর্ণই ওই পুলিশকর্মীকে গুলি করে মারে। ওড়িশা-ঝাড়খন্ডের অপরাধ জগতেই কর্ণ পরিচিত। পেট্রোলাঘাট মোড়ে পেট্রোল পাম্পে ডাকাতিতে তার নাম জড়িয়েছিল। ২০১৫-র ৩ ফেব্রুয়ারি বাড়ুয়াপিসুলি থেকে ধরা পড়ে কর্ণ। সেই বছরের ৭ অক্টোবর পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে এই কাঁথি আদালত থেকে পালায় কর্ণ। রোগা পটকা এই ছেলের কুখ্যাত হওয়ার পেছনে সেক মুন্নার হাত আছে বলে মনে করা হচ্ছে। এই গুরুশিষ্য মিলেই বৃহস্পতিবার কাঁথি শহরের মানুষকে আতঙ্কের এক ভয়ঙ্কর চেহারা সামনে তুলে ধরলো। ছিনতাই করা বাইক গড়বড় করায় শিষ্য কর্ণ পালাতে না পেরে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে গেলেও অপর দুই সহযোগীকে নিয়ে এই মোটর বাইকে চড়েই সাধারণ মানুষের মধ্যে গা ঢাকা দিতে অসুবিধা হয়নি গুরু সেক সিরাজ ওরফে মুন্নার।

পুলিশের এক সূত্রের থেকে জানা গেছে, মহিষাদলে পুলিশ কনস্টেবল নবকুমার হাইতকে খুনের ঘটনায় তমলুক আদালতে খুব শীঘ্রই দোষী সাব্যস্ত হতে চলেছে কর্ণ বেরা। হতে পারে প্রাণদন্ডের মত বড় সাজাও। এটা জানার পরেই শিষ্যকে বাঁচাতে বৃহস্পতিবার নিজেদের অতিপরিচিত কাঁথি আদালত থেকেই পালানোর ছক কষেছিল সেক সিরাজ। সেই পরিকল্পনা মত, সব কিছু ঠিকঠাক এগোলেও কাল করলো মোটর বাইকটা। নিজে পালাতে পারলেও শিষ্য কর্ণকে পুলিশের হাত থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে যেতে ব্যর্থ হল গুরু সেক মুন্না। শিষ্যকে বাঁচাতে গুরু তার সহযোগীদের নিয়ে যে ফের হামলা চালাতে পারে সেই নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে সাধারণ মানুষ থেকে পুলিশ মহলে।

কর্ণকে ছাড়াতে থানায় হুমকি ফোন

মিলন পন্ডা, কাঁথি ঃ পুলিশের হাতে ধরা পড়ে যাওয়া কুখ্যাত আসামী কর্ণকে ছেড়ে দেবার জন্যে এবার কাঁথি থানায় ফোন খবরে আতঙ্ক বাড়লো শহরের। বৃহস্পতিবার একটু রাতের দিকে কাঁথি থানায় ফোন আসে বলে সূত্রের দাবি, যদিও সেই দাবি উড়িয়েছে পুলিশ। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ইন্দ্রজিৎ বসু জানিয়েছেন, নানা রটনা রটছে। তবে পুলিশ এই ফোনের কথাকে মিথ্যা দাবি করলেও মানুষের মধ্যে আতঙ্ক বেড়েছে শহরের মানুষকে দ্রুত বাড়ি ঢুকে যাওয়ার জন্যে মাইকিং করে প্রচার চালানো হয়। আর কয়েক দিন পরে উৎসবের মরসুম থাকায় বেশীর ভাগ দোকানে এই সময়ে উপচে পড়া ভিড়। তার মধ্যেই পুলিশের এই প্রচারে স্বাভাবিকভাবে আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। জানা গেছে, মাইকিং করে পুলিশের তরফে সাধারণ মানুষকে নিজের বাড়ি ও এলাকায় কড়া নজরদারি রাখার জন্যেও বলা হচ্ছে। অপরিচিত কাউকে দেখলে কিংবা কোন সন্দেহের কিছু দেখলেই সাথে সাথে পুলিশকে জানানোর জন্যেও এই প্রচারে আবেদন জানানো হচ্ছে।

জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ইন্দ্রজিৎ বসু জানিয়েছেন, তাঁরা মানুষের নিরাপত্তা নিয়ে কোন ধরনের সমঝোতা করতে চান না বলেই সচেতন করা হচ্ছে। অপরদিকে দুপুরে কাঁথির রথতলার যেই এলাকা থেকে কর্ণকে গ্রেফতার করা হয়েছিল সেই সেখানে নতুন করে পুলিশের সংখ্যা বাড়িয়েছে প্রশাসন। সূত্রের দাবি, পুলিশ আশঙ্কা করছে এই এলাকায় দুষ্কৃতীরা লুকিয়ে থাকতে পারে। একইসাথে আপেপাশের সমমস্ত রাস্তায় নাকাবন্দী চালাচ্ছে পুলিশ।

বালিকাদের আন্তঃবিদ্যালয় ক্যুইজ প্রতিযোগিতা

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেদিনীপুর ঃ মেদিনীপুর ক্যুইজ কেন্দ্র সোস্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল বালিকাদের আন্তঃবিদ্যালয় ক্যুইজ প্রতিযোগিতা। বৃহস্পতিবার মেদিনীপুর শহরের বিদ্যাসাগর স্মৃতি মন্দিরে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন রাজা নরেন্দ্রলাল খাঁন মহিলা মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষা জয়শ্রী লাহা। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা তথ্য সংস্কৃতি আধিকারিক অনন্যা মজুমদার। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মহিষাদল রাজপরিবারের সদস্য শৌর্য প্রসাদ গর্গ, সমাজকর্মী রোশেনারা খাঁন, বিষ্ণুপুর রামানন্দ কলেজের অধ্যক্ষা স্বপ্না ঘোড়ই, ক্যুইজ কেন্দ্রের সভাপতি রিঙ্কু চক্রবর্তী, সম্পাদক মৌসম মজুমদার, গৌতম বোস, সুজন বেরা, চন্দন হাজরা, নিখিলেশ সামন্ত, অমিতেশ চৌধুরী, নারায়ণ প্রসাদ চৌধুরী, প্রসুন পড়িয়া প্রমুখ। স্বাগত ভাষণ দেন ক্যুইজ কেন্দ্রের সম্পাদক মৌসম মজুমদার। প্রদীপ প্রজ্জ্বলন ও চারা গাছে জল ঢেলে প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করা হয়। অমিতেশ চৌধুরীর নেতৃত্বে উদ্বোধনী সঙ্গীত

পরিবেশন করেন ক্যুইজ কেন্দ্রের মহিলা সদস্য-সদস্যারা। এদিনের অনুষ্ঠানের নারায়ণগড় থানার সরিষা কুমারপুর হাইস্কুলের সাহসী ছাত্রী রুম্পা প্রামাণিককে বিশেষ সম্মাননা জানানো হয়। সম্প্রতি পুকুরে পুকুরে পড়ে যাওয়া এক দেড় বছরের শিশুকে বাঁচিতে সংবাদ শিরোনামে এসেছিল। এছাড়াও এদিন তমলুক কলেজের রসায়ন অনার্সের দুস্থ ও মেধাবী ছাত্রী অনিন্দিতা মহাপাত্রকে আর্থিক সহায়তা করা হয়। দুই মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রাম জেলার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের মোট ৭৫টি টিম অংশগ্রহণ করে। এর মধ্যে প্রথম পর্বের পর ৩২টি টিম সেমিফাইনালে যায়। এর মধ্যে ৮ টিম ফাইনালে ওঠে। সেমিফাইনালে ওঠা সমস্ত টিমকে মেডেল এবং ফাইনালের সব টিমকে স্মারক দিয়ে পুরস্কৃত করা হয়। এদিনের ক্যুইজে প্রথম হয় পাঁশকুড়া গার্লস হাইস্কুলের ছাত্রী সুস্তি ঘোড়ই ও সায়ন্তিকা কর, দ্বিতীয় হয় মৌপাল দেশপ্রাণ বিদ্যাপীঠের ছাত্রী মাম্পি মাহাতো, শিউলি বিশ্বাস, যুগ্মভাবে তৃতীয় হয় বিদ্যাসাগর বিদ্যাপীঠ গার্লস হাইস্কুলের দুটি টিমের ছাত্রী অর্চিস্মিতা কুইলা, অবন্তিকা ধাড়া, শ্রেয়া ঘোষ ও দেবস্মিতা রায়। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় দলকে সুদৃশ্য ট্রফি দিয়ে পুরস্কৃত করা হয়। এছাড়াও যে বিদ্যালয়গুলি ফাইনালে যায় তারা হল বিদ্যাসাগর শিশু নিকেতন, আনন্দপুর সন্তোষ কুমারী গার্লস হাইস্কুল, গোয়ালতোড় গার্লস হাইস্কুল, কোলা ইউনিয়ন হাইস্কুল। প্রতিযোগিতায় পুরুষ ক্যুইজ মাস্টারের পাশাপাশি মহিলা ক্যুইজ মাস্টাররা ক্যুইজ পরিচালনায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। প্রতিযোগিতা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হওয়ায় সবাইকে ধন্যবাদ জানান প্রতিযোগিতার যুগ্ম আহ্বায়িকা আঞ্জনা দেবনাথ বসু ও শর্বরী বসু। ক্যুইজকে সর্বাঙ্গ সুন্দর করে তুলতে চেষ্টার ত্রুটি করেননি স্নেহাশীষ চৌধুরী, মণিকাঞ্চন রায়, অরিন্দম দাশ-সহ অন্যান্য সদস্যরা।

বিজ্ঞান ও গণিত বিষয়ক প্রদর্শনী

নিজস্ব সংবাদদাতা, শালবনী ঃ বিজ্ঞানকে উন্নত ও ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে আকর্ষণীয় করে তুলতে ও কুসংস্কারমুক্ত যুবসমাজ গড়ে তোলার লক্ষ্যে শালবনী ব্লকের মৌপাল দেশপ্রাণ বিদ্যাপীঠে অনুষ্ঠিত হল একদিনের বিজ্ঞান মডেল প্রদর্শনী ও আলোচনা সভা। বৃহস্পতিবার বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে উদ্বোধক ও অন্যান্য অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যাসাগর শিক্ষক শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক বিশ্বজিৎ সেন, সায়েন্স সেন্টারের সম্পাদক সুচাঁদ পান, শালবনী গভর্নমেন্ট কলেজের অধ্যক্ষ শান্তনু ধর, মেদিনীপুর কলেজের (স্বশাসিত) অধ্যাপক মাখনলাল নন্দগোস্বামী প্রমুখ। বিজ্ঞান প্রদর্শনীতে ভৌতবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান ও গণিতের মোট ৩৪টি মডেল প্রদর্শিত হয়। বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি পার্শ্ববর্তী বিদ্যালয়গুলির প্রায় ১৫০ ছাত্রছাত্রী প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করে। আগত অতিথিবৃন্দের হাতে পরিবেশ রক্ষার বার্তাবাহী উপহার স্বরূপ চারাগাছ তুলে দেওয়া হয়। চারাগাছে জল দিয়ে প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন উদ্বোধক বিশ্বজিৎ সেন। প্রধানশিক্ষক প্রসূনকুমার পড়িয়া বলেন, এতজন গুণি মানুষের সান্নিধ্য লাভ করে আমাদের ছাত্রছাত্রীরা খুবই উপকৃত হল। এর ফলে আগামীদিনে ছাত্রছাত্রীদের বিজ্ঞানের প্রতি ঝোঁক আরও বাড়বে এবং তারা কুসংস্কারমুক্ত হবে। এই কর্মসূচি ঘিরে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ছিল চোখে পড়ার মতো। এদিনের অনুষ্ঠানে মালাদানের মধ্য দিয়ে বিশেষ শ্রদ্ধা জানানো হয় পৃথিবীখ্যাত তিন ভারতীয় বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু, মেঘনাদ সাহা ও প্রশান্তচন্দ্র মহালানবীসকে।

বিদ্যাসাগর হেলথ ক্যাম্পাসে থ্যালাসেমিয়ার নির্ণয় শিবির

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেদিনীপুর ঃ পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের বিদ্যাসাগর ইনস্টিটিউট অব হেলথ বিজ্ঞান সভা এবং থ্যালাসেমিয়া সোসাইটি অব মেদিনীপুর ডিস্ট্রিক্ট সম্পূর্ণ সহযোগিতায় বিদ্যাসাগর ইন্সটিটিউট অব্ হেলথ ক্যাম্পাসে থ্যালাসেমিয়ার বাহক নির্ণয় শিবির অনুষ্ঠিত হয় বৃহস্পতিবার। সূচনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন থ্যালাসেমিয়া সোসাইটির পক্ষে যুগ্ম সম্পাদক সুদীপ কুমার বেরা, সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ ডঃ হরিহর ভৌমিক। থ্যালাসেমিয়া রোগ এবং তার প্রতিরোধ সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা কমিটির কার্যকরি সভাপতি তথা প্রতিষ্ঠানের ডাইরেক্টর নন্দদুলাল ভট্টাচার্য্য। সবাইকে স্বাগত জানান, বিজ্ঞান সভার সম্পাদিকা অধ্যাপিকা সুজয়া দে। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন অভিজিৎ দাশ গোস্বামী এবং দিব্যেন্দু বেরা। মেদিনীপুর শহর বিজ্ঞান কেন্দ্রের পক্ষে তপন পাল সবাইকে ধন্যবাদ জানান। মোট ১০৪ জন ছাত্রছাত্রী রক্ত নমুনা সংগ্রহ করা হয়।

অধ্যক্ষ ডঃ হরিহর ভৌমিক বলেন যে, থ্যালাসেমিয়া বিষয়ে দেশের সব যুবক-যুবতিদের সচেতন হওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই ধরনের ক্যাম্পে আরও উদ্‌যোগ ও প্রচার কামনা করেন। অনুষ্ঠানের সর্বাঙ্গিন সাফল্য কামনা করেন।

কাঁথি মহকুমা ক্রীড়া সংস্থা
কাঁথি ঃ পূর্ব মেদিনীপুর
।। বিজ্ঞপ্তি ।।
বিষয় ঃ ক্রিকেট অ্যাম্পায়ারিং কর্মশালা ২০১৮
স্থান ঃ C.S.S.A. ময়দান সময় ঃ সকাল ৭টা হইতে বিকাল ৪টা
তারিখ ঃ ০৬/১০/২০১৮ হইতে ০৭/১০/২০১৮
এতদ্বারা পূর্ব মেদিনীপুর জেলার সমস্ত ক্রিকেট আম্পায়ারদের জানানো যাইতেছে যে, কাঁথি মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার উদ্যোগে এবং C.A.B. লাইসেন্সপ্রাপ্ত সিনিয়ার আম্পায়ার দ্বারা আজ ০৬/১০/২০১৮ (শনিবার) হইতে ০৭/১০/২০১৮ (রবিবার) পর্যন্ত কাঁথির C.S.S.A. ময়দানে সকাল ৭টা হইতে বিকাল ৪টা পর্যন্ত ক্রিকেট আম্পায়ারদের নিয়ে এই সর্বপ্রথম আম্পায়ারিং এর কর্মশালা (Workshop) আয়োজন করা হইয়াছে। উক্ত কর্মশালায় আগ্রহী ক্রিকেট আম্পায়ারদের অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানানো যাইতেছে।
বিনীত— বিশ্বজিৎ দত্ত, সাধারণ সম্পাদক C.S.S.A., 8001914316
যোগাযোগ ঃ
সত্যনাথ দাস অধিকারী, সহ সভাপতি ও বিশিষ্ট প্রাক্তন আম্পায়ার C.S.S.A. মোঃ **9932608715**
রামকৃষ্ণ পন্ডা, কোষাধ্যক্ষ C.S.S.A. মোঃ **9434129155**
শঙ্কর প্রসাদ দাস বিশিষ্ট আম্পায়ার, C.A.B. মোঃ **9064747485**